পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
৩য় সংখ্যা, পুত্রদা একাদশী,
৯ই জানুয়ারী, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

শ্রবণম্

(প্রথম পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে 'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

*****সবচেয়ে সহজ সাধনঃ** ভক্তিযোগ সাধনের নয়টি প্রণালীর মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে শ্রবণম্ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কাছে ভগবদ্গীতা শ্রবণ করা এবং এর ফলে মন ভগবন্মুখী হয়ে উঠবে। তখন পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা সহজ হবে এবং এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর চিন্ময় দেহ লাভ করে ভগবানের আলয়ে উন্নীত হয়ে আমরা ভগবানের সাহচর্য লাভ করতে সক্ষম হব। *(ভ.গী. ভূমিকা)*
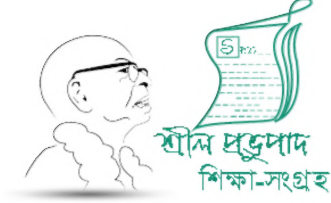
*****উন্মত্ত মনের সুদক্ষ চিকিৎসাঃ** কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে নববিধা ভগবদ্ভক্তি সাধন করা যায়। ভক্তির প্রথম ও প্রধান অঙ্গ হচ্ছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ। মনকে সমস্ত ভ্রান্তি ও অনর্থ থেকে শুদ্ধ করার জন্য এটি অতি শক্তিশালী পন্থা। কৃষ্ণকথা যত বেশি শ্রবণ করা য়ায়, মন ততই প্রবুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণবিমুখ বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কার্যকলাপ থেকে মনকে অনাসক্ত করার ফলে সহজেই বৈরাগ্য শিক্ষা লাভ করা যায়। বৈরাগ্য মানে হচ্ছে বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি এবং ভগবানের প্রতি আসক্তি। কৃষ্ণলীলায় মনকে আসক্ত করার থেকে নির্বিশেষ বৈরাগ্য অনেক বেশি কঠিন। কৃষ্ণলীলার প্রতি আসক্তি বস্তুত খুবই সহজসাধ্য, কারণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা মাত্রই শ্রোতা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়। এই আসক্তিকে বলা হয় পরেশানুভব, অর্থাৎ পারমার্থিক সন্তোষ। এই অনুভূতি অনেকটা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুধা-নিবৃত্তিরূপ তৃপ্তির মতো। ক্ষুধার সময় যতই ভোজন করা হয়, ততই তৃপ্তি ও শক্তি অনুভব হয়। সেই রকম, ভক্তির প্রভাবে মন বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হয় এবং অপ্রাকৃত তৃপ্তি অনুভূত হয়। এই পদ্ধতি অনেকটা সুদক্ষ চিকিৎসা এবং উপযুক্ত আহারের দ্বারা রোগ নিরাময় করার মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলা শ্রবণ করা হচ্ছে উন্মত্ত মনের সুদক্ষ চিকিৎসা এবং কৃষ্ণপ্রসাদ হচ্ছে ভবরোগ নিরাময়ের উপযুক্ত পথ্য। এই সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। *(ভ.গী. ৬.৩৫ তাৎপর্য)*

*****বারবার শ্রবণে কৃষ্ণাসক্তির উদয়ঃ** কিন্তু ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অপ্রাকৃত তত্ত্ব লাভের পন্থা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করাকেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে যথার্থ বৈদিক পন্থা এবং যাঁরা যথাযথভাবে সেই বৈদিক ধারা অনুসরণ করেছেন, তাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন এবং বারবার তাঁর কথা শুনতে শুনতে তাঁদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি জন্মায়। *(ভ.গী., ১১.৫২ তাৎপর্য)*

*****নিত্য নবরসাস্বাদনঃ** এখন অমৃত সম্বন্ধে বলতে গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যে কোন বর্ণনা অমৃতময় এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই অমৃত আস্বাদন করা যায়। আধুনিক গল্প, উপন্যাস ও ইতিহাস ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা থেকে ভিন্ন। জাগতিক গল্প-উপন্যাস একবার পড়ার পরেই মানুষ অবসাদ বোধ করে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণে কখনই ক্লান্তি আসে না। সেই জন্যই সমগ্র বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস ভগবানের অবতারসমূহের লীলাকাহিনীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। যেমন, পুরাণ হচ্ছে অতীতের ইতিহাস, যাতে রয়েছে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের লীলাবর্ণনা। এভাবেই ভগবানের এই সমস্ত লীলাকাহিনী বার বার পাঠ করলেও নিত্য নব নবরসের আস্বাদন লাভ করা যায়। *(ভ.গী. ১০.১৮ তাৎপর্য)*

*****শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণঃ** শ্রদ্ধাহীন মানুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; এটি হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার উদয় হয়। কিন্তু কিছু মানুষ এতই হতভাগ্য যে, মহাপুরুষদের মুখারবিন্দ থেকে বেদের সমস্ত প্রমাণ শ্রবণ করার পরেও তাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের উদয় হয় না। সন্দেহান্বিত হওয়ার ফলে তারা ভক্তিযোগে স্থির থাকতে পারে না। তাই, কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করবার জন্য শ্রদ্ধাই হচ্ছে সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ অঙ্গ। *(ভ.গী.৯.৩ তাৎপর্য)*

*****এমনকি নরাধমদেরও উদ্ধার সম্ভব কেবল মাত্র শ্রবণের মাধ্যমেঃ** শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাগবত-ধর্ম অথবা ভগবদ্ভক্তদের কার্যপদ্ধতি প্রচার করে উপদেশ দিয়ে গেছেন যে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে হবে। ভগবানের দেওয়া এই উপদেশের সারমর্ম হচ্ছে ভগবদ্গীতা। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবানের দেওয়া উপদেশ শ্রবণ করার ফলে নরাধমও উদ্ধার পেতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা তো দূরে থাকুক, এই সমস্ত নরাধমগুলি ভগবানের বাণী পর্যন্ত কানে শুনতে চায় না। *(ভ.গী., ৭.১৫ তাৎপর্য)*

*****শ্রবণের পন্থা বা শর্তাবলীঃ** পরম সত্য সম্বন্ধে অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করার পন্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই বাণী শ্রবণ করার প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে যে শ্রোতাকে তা শ্রবণ করার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হতে হবে। আর তার বক্তাকে পূর্বতন আচার্যদের পরম্পরায় যুক্ত হতে হবে। যে সমস্ত মানুষ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই চিন্ময় বাণী হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। সদ্গুরুর নির্দেশনায় শিষ্য ধীরে ধীরে পবিত্র হয়। তাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত পরম তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করাই হচ্ছে চিন্ময় জ্ঞান লাভের পন্থা। সূত গোস্বামী এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা- উভয়ের ক্ষেত্রেই এই যোগ্যতাগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে, কেননা শ্রীল সূত গোস্বামী শ্রীল ব্যাসদেবের ধারায় এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সকলেই ছিলেন সেই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভে ঐকান্তিকভাবে প্রয়াসী। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলাবিলাস, তাঁর জন্ম, আবির্ভাব এবং অপ্রকট, তাঁর রূপ, তাঁর নাম ইত্যাদি সমন্বিত এই অপ্রাকৃত বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যোগ্যতা তাঁরা অর্জন করেছিলেন। এই ধরনের আলোচনা সমস্ত মানুষকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। *(শ্রী.ভা. ১.১.১৩ তাৎপর্য)*

(...পরবর্তী পর্ব আগামী সংখ্যায়)

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদগীতা ২.৭-১১ -নিউ ইয়র্ক, ২রা মার্চ, ১৯৬৬

(গত সংখ্যার পর) ...

আর...হাঁ?

দ্বিতীয় যুবকঃ কিন্তু যদি শিষ্য পূর্বেই অজ্ঞ হয় ...

প্রভুপাদঃ হাঁ।

দ্বিতীয় যুবকঃ সে কিভাবে জানবে কোন গুরু নির্বাচন করা উচিত ? আমি বলতে চাইছি, কারণ তার কোন জ্ঞান নেই...

প্রভুপাদঃ হাঁ।

দ্বিতীয় যুবকঃ ... একটি বিচক্ষণ নির্বাচন করতে।

প্রভুপাদঃ হাঁ। হাঁ। তাই প্রথম যে কাজটা হল একজন শিষ্য,অথবা পারমার্থিক গুরুর অনুসন্ধান করা উচিত। এখন, ঠিক যেমন তুমি কোন বিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কর...তুমি কোন বিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কর। তাই যখন তুমি কোন বিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কর, তখন তোমার কাছে কমপক্ষে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, একটি বিদ্যালয় মানে কি বোঝায়। তুমি একটি কাপড়ের দোকানে গিয়ে বিদ্যালয়ের অনুসন্ধান করতে পার না। তুমি যদি এতটাই অজ্ঞ হও যে, তুমি জানো না একটি বিদ্যালয় কি এবং একটি কাপড়ের দোকান কি, তখন এটি তোমার জন্য খুব কঠিন হবে। তোমাকে অন্ততপক্ষে এটি অবশ্যই জানতে হবে যে, একটি বিদ্যালয় কি। তাই এই জ্ঞানটি হচ্ছে এরকম যে, **তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্** (মুণ্ডক উপনিষদ ১.২.১২)। পারমার্থিক জ্ঞানানুসন্ধানী ব্যক্তির জন্য গুরু গ্রহণ অপরিহার্য। তার একজন পারমার্থিক গুরু আবশ্যক। বোঝা গেল ? সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের আরেকটি শ্লোকঃ "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ [শ্রী.ভা. ১১.৩.২১]। তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত: "একজন পারমার্থিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির কোন গুরুর অনুসন্ধান করা উচিত।" সুতরাং কেউ যদি পারমার্থিক তত্ত্বের ব্যাপারে কমপক্ষে প্রাথমিক জ্ঞানের অধিকারীও না হয় ... এখানে তোমরা সেই পারমার্থিক তত্ত্ব দেখতে পাবে। অর্জুন এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছেন, এবং তিনি যথার্থ উত্তর চান। এটিই হচ্ছে পারমার্থিক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। তাই প্রত্যেক মানুষের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই জিজ্ঞাসা থাকা আবশ্যক। কি সেই জিজ্ঞাসা? সেই জিজ্ঞাসা এই যে, প্রথমত, প্রত্যেক মানুষ কষ্ট ভোগ করছে। একজন অজ্ঞ মানুষ ... একটি বিড়াল এবং একটি কুকুর অথবা পশুর ন্যায়। তারা কষ্ট ভোগ করে, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না...তারা এই কষ্ট ভোগ উপলব্ধি করতে পারে না। ঠিক যেভাবে আমরা দেখছি ... নিশ্চয়, এখানে কসাইখানায় পশুদের হত্যা করা হয়। হিন্দু মতানুসারে, অবশ্যই, গোহত্যা নিষিদ্ধ। কিন্তু এখানে মাংসাহারীরাও রয়েছে। তাই হিন্দু মতানুসারে, যদি কেউ মাংসাহার করতে চায়, সে একটি ছাগল গ্রহণ করতে পারে। হিন্দু মতানুসারে, মাংস আহার করার জন্য একমাত্র ছাগল এবং মেষ হত্যা করা যায়, অন্য কোন পশু নয়...অন্য কোন পশু নয়। গাভী নয় ... নিষিদ্ধ। ঠিক যেমন, এই, হিন্দুরা, তারা গোমাংস ভক্ষণ করে না। এবং মুসলমানরা, তারা ভক্ষণ করে না, আমি বলতে চাইছি, শূকর। তারা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না। তাদের কিছু অনুভূতি রয়েছে। কিন্তু হিন্দু সমাজেও মাংসাহারীরা রয়েছে। কিন্তু তা শুধু ছাগলের মাংস অথবা মেষের মাংস, সাধারণত ছাগল...সাধারণত ছাগল। এখন, এই ছাগল আগে একজন দেবী কালীর নিকট বলী দেয়া হয়...দেবী কালী। তাই আমি এটি দেখেছি যে, একটি পশুকে বধ করা হয়, জবাই, এবং অন্য পশুটি, যাকে পরবর্তীতে জবাই করা হবে, সে ... তাকে কিছু ঘাস দেওয়া হয়, আর সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বোঝা গেল? তার কোন জ্ঞান নেই যে "পরবর্তীত পালা আমারই", সুতরাং এটি দূরে সরে যাচ্ছে না। তাই, এই হচ্ছে পশু...এই হচ্ছে পশু। একজন মানুষ ... মানুষ এত বোকা হয় না। যদি সেখানে ইঙ্গিত থাকে যে "পরের বার আমাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে", তখন সে ... কমপক্ষে সে প্রতিবাদ করবে অথবা দূরে যেতে চেষ্টা করবে, এরকম কিছু একটা করবে। কিন্তু সেখানে এমন কিছু নেই। সুতরাং পশু এবং মানুষ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, পশু তার দুর্ভোগের ব্যাপারে সচেতন নয়। পশু এবং মানুষ উভয়ের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে, কিন্তু মানুষ সে ব্যাপারে সচেতন। যদি একজন মানুষ তার কষ্টভোগের ব্যাপারে জাগ্রত না হয়, তখন তার চেতনা পশুর সমান।

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমরা সর্বদাই ক্লেশ ভোগ করছি। এই ক্লেশ তিন প্রকার। আমি এই অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বলছি না, অথবা ... এটিও আরেকটি ক্লেশ। কিন্তু বৈদিক জ্ঞান অনুসারে ... অথবা এটি একটি সত্য...ক্লেশ সাধারনত তিন প্রকার। এক প্রকার ক্লেশ হচ্ছে শরীর এবং মনের ক্লেশ ... এখন মনে করো আমার অল্প মাথা ব্যাথা হচ্ছে। এখন আমি খুব উষ্ণ অনুভব করছি, আমি খুব শীত অনুভব করছি, এবং অনেক রকম শারীরিক দুর্ভোগ। অনুরূপভাবে, আমরা মনেও ক্লেশ পেতে পারি। আমার মন আজ ভালো না। আমি ... কেউ আমাকে কিছু বলেছে। তাই আমি ক্লেশ পাচ্ছি। অথবা আমি কিছু হারিয়েছি বা কোন বন্ধু, অনেক ব্যাপার। সুতরাং শরীর এবং মনের ক্লেশ, এবং তারপর প্রকৃতি প্রদত্ত ক্লেশ ... প্রকৃতি। একে বলা হয় আদিদৈবিক ... । প্রত্যেকটা ক্লেশের ক্ষেত্রেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে, বিশেষত...মনে করো এখানে খুব ভারী তুষারপাত হয়। সম্পূর্ণ নিউ ইয়র্ক শহর বরফ দিয়ে প্লাবিত, এবং আমরা সবাই অসুবিধার মধ্যে পরে গেলাম। এটি এক প্রকার ক্লেশ। কিন্তু তোমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। তোমরা তুষারপাত বন্ধ করতে পারবে না। বোঝা গেল ? যদি কিছু ... কিছু ... বায়ুপ্রবাহ হয়, শীতল বায়ুপ্রবাহ, তোমরা এটি বন্ধ করতে পারবে না। একে বলে আধিদৈবিক ক্লেশ। আর মানসিক এবং শারীরিক ক্লেশকে বলা হয় আধ্যাত্মিক ক্লেশ। আরও অনেক ক্লেশ রয়েছে, আধিভৌতিক ক্লেশ, অন্যান্য প্রাণীর দ্বারা আক্রমণ, আমার শত্রু, কোন পশু অথবা কোন কীট, অনেক। তাই এই তিন প্রকার ক্লেশ সবসময় আছে ... সবসময়। আর ... কিন্তু আমরা এইসব ক্লেশ চাই না। যখন এই প্রশ্ন আসে ... এখন এখানে অর্জুন এ ব্যাপারে সচেতন যে "এটি একটি যুদ্ধ, এবং এটা আমার কর্তব্য শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা, কিন্তু এটি একটি ক্লেশ, কারণ তারা আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠি।" তাই তিনি এটি অনুভব করছেন। তাই যদি না মনুষ্য জাতি এ ব্যাপারে সচেতন হয় যে আমরা ক্লেশ পাচ্ছি এবং আমরা তা আকাঙ্খা করি না ... এই জিজ্ঞাসা ... এই ধরনের ব্যক্তির একজন আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে গমন করা উচিত, যখন সে জাগ্রত। বোঝা গেল ? যতক্ষণে সে পশুবৎ থাকে, সে জানে না যে সে সবসময় ক্লেশ ভোগ করছে...সে জানে না, সে এ ব্যাপারে কোন যত্ন গ্রহণ করে না, অথবা সে এর কোন সমাধান চায় না। আর এখানে অর্জুন ক্লেশ ভোগ করছেন, এবং তিনি একটি সমাধান চাইছেন, আর তাই তিনি একজন পারমার্থিক গুরু গ্রহণ করছেন।

(...পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)